কতিপয় পুঁথি গবেষক

জেমস প্রিন্সেপ

জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি নিয়ে ১৮১৯ সালে কলকাতায় আসেন এবং বারানসী টাকশালে মুদ্রা-ধাতু পরীক্ষক পদে যোগ দেন। তিনি ১৮৩০ সালে কলকাতা টাকশালে মুদ্রা-ধাতু উপ-পরীক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এইচ.এইচ উইলসন তখন টাকশালের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। প্রিন্সেপ ১৮৩২ সালে উইলসনের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

কানিংহামেরও পূর্বসূরি প্রিন্সেপ ছিলেন এমন একজন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ যিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে নবজীবন দান করেন। পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সকল শাখায় বিশেষত মুদ্রাতত্ত্ব ও লিপিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবর্তিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কয়েক বছরের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা ও বিপুল শ্রমে প্রিন্সেপ তাঁর ভারতীয় ও ইউরোপীয় সহকর্মীদের নিয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার সম্পন্ন করেন তা ছিল পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছরের সম্পাদিত আবিষ্কারের চেয়েও বেশি।

এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক ও টাকশালে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড. এইচ.এইচ উইলসনকে মুদ্রার শ্রেণীবন্যিাস ও মুদ্রা খোদাই কাজে সহায়তাকালে প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কে প্রিন্সেপের মধ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তা তিনি ধরে রাখেন। উইলসন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হন এবং ১৮৩২ সালে The Journal of the Asiatic Society of Bengal- এ প্রকাশ শুরু করেন। উত্তর ভারতের প্রদেশসমূহে কর্মরত রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাদের প্রত্নসম্পদ সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে প্রিন্সেপ সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি আবেদন জানান যেন তারা আরও মুদ্রা ও লিপি সংগ্রহ করে পাঠান। প্রিন্সেপের ছিল নিজের উৎসাহ উদ্দীপনাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার বিরল এক ক্ষমতা। প্রিন্সেপের আবেদনে ব্যাপক সাড়া মেলে। অচিরেই তাঁর কাছে প্রচুর মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি এসে জমা হয়, আর তাতে পাল্টে যায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব গবেষণার ধারা।

কলকাতা টাকশালের মুদ্রা-ধাতু পরীক্ষক হিসেবে সঙ্গত কারণেই মুদ্রার প্রতি প্রিন্সেপের মূল আগ্রহ ছিল। তিনি ব্যাক্ট্রীয় ও কুষাণ আমলের মুদ্রার পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ করেন। এ ছাড়া তিনি ছাপাঙ্কিত মুদ্রাসহ সকল ভারতীয় স্থানীয় মুদ্রা, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের

মুদ্রা, গুপ্ত আমল ও অন্যান্য সময়ের মুদ্রার পাঠোদ্ধার করেন। প্রিন্সেপই 'পাঞ্চ-মার্কড' বা ছাপঙ্কিত কথাটি প্রথম চালু করেন। তিনি কুষাণ মুদ্রার আদলে গুপ্ত আমলের মুদ্রা প্রচলনের মতবাদ চালু করেন। এ আলোচনা তাকে ভারতে মুদ্রা তৈরির কৌশলের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি নিয়ে আসে। তিনি মুদ্রা প্রচলনের পর্যায় হিসেবে ছাপঙ্কিত নকশা খচিত ও ছাঁচে ঢালাইকৃত তিনটি পর্যায় শনাক্ত করেন।

কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু রহস্য উদ্ঘাটন ছিল প্রিন্সেপের এক দশকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। যদিও উল্লেখ্য যে, প্রিন্সেপের চূড়ান্ত কৃতিত্বের পূর্বেই অধিকাংশ ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ অন্যান্যদের দ্বারা প্রদর্শিত সূত্র অনুসরণ করেন। কিছু ভ্রমাত্মক পাঠের পর ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পূর্বে প্রিন্সেপ খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারে উনিশটি একক ও একটি যোগিক বর্ণমালার মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হন। এখানে উল্লেখ্য যে, Corpus Inscriptionum Indicarum-এর ধারণাটি প্রিন্সেপের সময়ের এবং তাঁরই চিন্তা থেকে আহরিত।

প্রিন্সেপ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দিনে দিনে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে তাঁকে তাঁর কাজের মাঝপথেই বিদায় নিতে হয় এবং তাঁর অধিকাংশ কাজই অসমাপ্ত থেকে যায়। 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' -এর নতুন সম্পাদকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: ভারতের সর্বত্র প্রত্ন-নিদর্শনের সংগ্রাহকরা তাদের সংগৃহীত যে কোন বস্ত তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন সেগুলির পাঠোদ্ধার বা ব্যাখ্যার জন্য, কিন্তু তা করতে যে শ্রমের প্রয়োজন সে জন্য ভারতীয় জলবায়ু অনুকূল ছিল না। ফলে সম্পাদকের বলিষ্ঠ দেহ এ অবিরাম পরিশ্রমের কারণে একসময় নেতিয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও বিদায়ের আগে তিনি পরবর্তী অন্যূন পঞ্চাশ বছরের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ব গবেষণার প্রধান ধারা নির্ধারণ করে গেছেন।

স্যার আলেকজান্ডার কনিংহ্যম

স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম, (২৩ জানুয়ারি ১৮১৪ - ২৮ নভেম্বর ১৮৯৩) একজন ইংরেজ প্রত্নতত্ববিদ এবং সামরিক প্রকৌশলী। ভারতের প্রত্নতত্ব নিয়ে অসাধারণ কিছু কাজ করার জন্য তাকে 'ফাদার অফ আর্কলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' বলা হয়।

স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ভারতীয় প্রত্নতত্ব জরিপের (আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) প্রতিষ্ঠাতা'। তিনি স্কটল্যান্ডের ডামফ্রিশায়ারের অধিবাসী এবং কবি ও গ্রন্থকার অ্যালান কানিংহামের দ্বিতীয় পুত্র। কানিংহাম ১৮৩১ সালের ৯ জুন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সে

সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ জুন কলকাতায় পৌঁছেন। তার কলকাতায় পৌঁছানোর অল্পকাল পর জেমস প্রিন্সেপ, যিনি তখন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে চলছিলেন, তাঁকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় ব্রতী করেন। চাকরিজীবনে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নিদর্শন সম্পর্কে নিয়মিত অধ্যয়ন ছিল কানিংহামের শখ।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর কানিংহাম ১৮৬১ সালের নভেম্বরে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে লর্ড ক্যানিংকে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। ক্যানিং এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কানিংহামকে সার্ভের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় লিপিবিদ্যার এক নতুন পর্যায় উন্মুক্ত হয় যা তার 'ইনস্ক্রিপশন অব অশোক' (Inscriptions of Ashoka) গ্রন্থ (কলকাতা, ১৮৭৭) প্রকাশিত হওয়ার মাধমে চরম পরিণতি লাভ করে। এটা ছিল তাঁর পরিকল্পিত 'কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাম ইন্ডিকেরাম' (Corpus Inscriptionum Indicarum) সিরিজের প্রথম খন্ড। ফ্লিটের 'কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাম ইন্ডিকেরামে'র প্রধান ২৭টির মতো লিপির মধ্যে কমপক্ষে ১৭টি কানিংহামের আবিষ্কৃত। তিনি বহু লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। এগুলির পাঠোদ্ধার ভারতীয় ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে। এ লিপির অনেকগুলির পাঠোদ্ধার তিনি নিজেই করেছিলেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অসংখ্য মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি এবং ভারতীয় লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্প চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন এক যথার্থ পথপ্রদর্শক। অবশ্য বহুকাল পূর্বে লুপ্ত ভারতীয় নগরগুলির শনাক্তকরণ ছিল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এর মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে বাংলায় পুন্ড্রনগর এর শনাক্তকরণ।

কানিংহাম ছিলেন মুদ্রা সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহু নতুন নমুনার এবং বৈচিত্র্যের মুদ্রা প্রথম আবিষ্কার করেন। বস্তুত, প্রিন্সেপের চলে যাওয়ার পর বহু বছর ধরে ভারতীয় মুদ্রা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় কানিংহামের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। প্রাচীন ভারতের সমগ্র মুদ্রাশ্রেণীর কালানুক্রমিক প্রথম কাঠামো তারই অবদান। আলেকজান্ডারস সাক্সেসর্স ইন দি ইস্ট (Alexander's Successors in the East) গ্রন্থে তার প্রবন্ধমালা ছিল তখন ইন্দো-গ্রিক সিরিজের মুদ্রার একমাত্র পূর্ণ বিবরণ। এগুলি রচয়িতার জ্ঞান ও উদ্ভাবনকুশলতার দিক থেকে অসাধারণ। কানিংহামের রচনাবলি না পড়ে কোনো লেখকই ভারতীয় মুদ্রা সম্পর্কে কোনো পান্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করার আশা করতে পারেন না।

১৮৮৫ সালে কানিংহাম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

জর্জ ব্যূলর(১৮৩৭-১৮৯৮)

জর্জ ব্যূলর প্যারিস, অক্সফোর্ড, লন্ডন প্রভৃতি জায়গায় সংরক্ষিত ভারতীয় পুঁথির গবেষণার পর ম্যাক্সমুলারের(জার্মান সংস্কৃতপন্ডিত) অনুপ্রেরণায় ভারতে আসেন। বোম্বাই শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হয়ে তিনি সরকারের তরফে সংস্কৃত পণ্ডিতদের জন্য সর্বপ্রথম 'বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ' নামক একটি গ্রন্থের প্রকাশন শুরু করেন। তিনি প্যারিস, লন্ডন, অক্সফোর্ডে গবেষণার সময় একাধিক প্রাচ্যভাষা, পুরাতত্ব এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, আর্মেনিয়ান এবং আরবি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন গুরুত্বপূর্ণ হস্তলিখিত ভারতীয় পুঁথির অধ্যায়ন ও গবেষণায়। তিনি প্রায় ৫০০০ এর থেকেও বেশি পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ইংরেজ সরকার বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজে পৌছে বিষয়ক গবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যূলরকে বোম্বে শাখার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করে। ব্যূলারের আবিষ্কৃত পুঁথির কিছু সংখ্যক এলফিনস্টোন কলেজে (বোম্বে), কিছু পুঁথি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অবশিষ্টাংশ ইন্ডিয়া অফিস লন্ডনে সংরক্ষিত রয়েছে। ব্যূলর এলফিনস্টোন কলেজে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক রূপে অধ্যাপনা করেছেন।

পুরালিপি বিষয়ক ব্যূলরের Indische Palaeographic (Indian Palaeography) গ্রন্থটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলনাথ সিংহ হিন্দিতে অনুবাদ করেন, যার নাম'ভারতীয় পুরালিপি শাস্ত্র'। উক্ত গ্রন্থে ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের লিপি সমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতীয় পুরা লিপি গবেষণার প্রায় ১০০ বছরের পূর্ণ সংকলন এই গ্রন্থ। ব্রাহ্মী লিপির সমস্ত বর্ণের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সূচি তৈরির কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন ব্যূলর সাহেব। তিনি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীনতম প্রাকৃত শব্দকোষের অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি' On the Origin of Kharoshthi Alphabets' নামক গ্রন্থের রচনা করেন। এছাড়াও তিনি Epigraphia Indica, Archaeological survey of West Bengal,

Indian Antiquary পত্রিকার সম্পাদক তথা বিভিন্ন অভিলেখ এবং গবেষণাপত্রের প্রকাশ করেছিলেন।

জন ফেথফুল ফ্লীট(১৮৪৭-১৯১৭)

প্রসিদ্ধ অভিলেখশাস্ত্রী ফ্লীট একজন ঐতিহাসিক এবং ভাষাবৈজ্ঞানিক রূপেও পরিচিত। প্লীজ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে Indian Civil Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে তিনি সংস্কৃত ভাষার গবেষণা করেছিলেন। তিনি পালি এবং সংস্কৃত ভাষারও বৈজ্ঞানিক অধ্যায়ন করেছিলেন। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Royal Asiatic Society-এর Journal of Bombay Branch-এ সংস্কৃত এবং কন্নড় অভিলেখের একটি সূচি প্রস্তুত করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ফ্লীটকে অভিলেখশাস্ত্রীরূপে নিযুক্ত করে। পুরাতত্ত্ব গবেষণা বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য ১৮৮৬ সালে Archaeological survey of India-র অভিলেখবেত্তা বা অভিলেখ অনু লেখক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে Corpus Inscriptionum Indicarum-এর তৃতীয় খন্ডের সম্পাদনা করেন, যেখানেই গুপ্ত রাজা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের অভিলেখ বিদ্যমান রয়েছে। গুপ্ত রাজবংশের কালনির্ধারণেও ফ্লীটের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

প্লীজ JRAS (Journal of Royal Asiatic Society) নামক পত্রিকায় পিপ্রাবা অস্থিকলশ, খারবেলের হাথীগুম্ফা আওমীলীগ এবং অশোকের সপ্তম স্তম্ভঅভিলেখের প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

রায়বাহাদুর গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা(১৮৬৩-১৯৪৭)

ভারতীয় পুরালিপি গবেষণার ইতিহাসে হিন্দিলেখক এবং ঐতিহাসিক গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা–র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রাজস্থানের রোহিড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজস্থানের ঐতিহাসিক ওঝা 'মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি', প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার'কর্নেল জেম্স টড কা জীবনচরিত','ভারতীয় সাহিত্য কী রূপরেখা','প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি অখিল ভারতীয় হিন্দিসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। ডঃ ওঝা কর্তৃক হিন্দি ভাষায় রচিত 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' নামক গ্রন্থটি লিপি গবেষণার ইতিহাসে একটি বহুল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যা কেবলমাত্র ভারতীয় নয় পাশ্চাত্য লিপি গবেষকদের কাছে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। গ্রন্থটি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজপুত মিউজিয়াম আজমের থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পরবর্তী সংশোধিত সংস্করণ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতীয় লিপির এক সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন পাওয়া যায়। লেখনকলার প্রাচীনতা, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী আদি লিপির উৎপত্তি এবং প্রাচীন লিপি সমূহের পাঠোদ্ধারের ইতিহাস-এইরূপ লিপি গবেষণাবিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, গুপ্ত, বাংলা, নাগরী প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় লিপিসমূহকে ৮৪ টি লিপি পত্রের দাদা প্রকাশ করা হয়। বর্ণমালার পরিচয় এবং তাদের বিকাশক্রম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আসার ফলে অভিলেখ এর পাঠোদ্ধার অনেক সহজ হয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন ডঃ ওঝা আলোচ্য গ্রন্থে অভিযোগের সহায়তায় নিজেও হাতে তার প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রায় ৩৪ টি যুগের সূক্ষ্ম বিবেচন তিনি করেছিলেন। ১৯১৪ সালে রোজা রায়বাহাদুর সম্মানে সম্মানিত হন এবং ১৯৩৫ সালে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট্ উপাধি লাভ করেন।

এতাদৃশ মহান ব্যক্তির ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৭ সালে স্বজন্মভূমি রোহিড়া-তে জীবনাবসান হয়।

দীনেশ চন্দ্র সরকার (১৯০৭-১৯৮৫)

দীনেশচন্দ্র সরকার(১৯০৭–১৯৮৫) একজন ইতিহাসবেত্তা, লিপি–বিশারদ এবং ভারতীয় প্রাচীন লিপি বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯০৭ সালের ৮ জুন ফরিদপুরের নিকটবর্তী কৃষ্ণনগরে এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ সালে সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং লিপি ও মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষ দক্ষতাসহ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ১৯৩১ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে ড. ভান্ডরকরের তত্ত্বাবধানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্র হিসেবে সফল গবেষণা কাজের জন্য তাঁকে মৌয়াত স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার হিসেবে তার পেশাগত জীবন শুরু করেন (১৯৩৭–৪৯)। অতঃপর তিনি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের লিপি শাখায় কর্তব্যরত ছিলেন এবং অবশেষে তিনি সরকারি লিপিবিশেষজ্ঞ হন। ১৯৬২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৩৯ সালে The Successors of the Satvahanas in the Lower Deccan নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে তিনি কমপক্ষে ৪০টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, প্রায় বারো শত গবেষণামূলক প্রবন্ধ, টীকা ও সমালোচনা লেখেন এবং ২২টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপি, বিশেষত ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিগুলির সম্পাদনা ও তার পাঠোদ্ধারে তাঁর জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তাঁর এ গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকায় প্রকাশিত তাঁর ২০৭টি প্রবন্ধে। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা ছিল ভারতীয় শিলালিপির উপর বিশেষ পত্রিকা। ভারতের সরকারি লিপি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীনেশচন্দ্র সরকার এটি সম্পাদনা করেছিলেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁর দক্ষতা এবং প্রাচীন হস্তলিপিতে তাঁর কিংবদন্তিতুল্য ব্যুৎপত্তির ফলেই তিনি ভগ্ন ও অবহেলিতভাবে সংরক্ষিত লিপিসমূহের যথার্থ সম্পাদনা করতে সমর্থ হন। প্রাচীন ভারতের লিখিত প্রমাণাদির মধ্যে শিলালিপিকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ছাত্ররা দীনেশচন্দ্র সরকারের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। কারণ, শিলালিপি বিশ্লেষণে তার বিরাট অবদানের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। মূল উপাদানের ভিত্তিতে তার গবেষণাকর্ম বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রামাণিকতা এবং যথার্থতার পরিচয় বহন করত। তাঁর প্রধান প্রকাশনাগুলির মধ্যে Select Inscriptions Bearing on Indian History and civilization (দুই খন্ডে), Indian Epigraphs, Indian Epigraphical Glossary, Asokan Studies, Epigraphical Discoveries in East Pakistan ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক উৎস সম্পর্কে তাঁর বিশদ জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায় তার

রচিত Studies in the Yugapurana and other Texts, Mahamayuari, Lists of Yaksas, Studies in the Political and Administrative Systems of Ancient and Medieval India, Studies in the Religious Life of Ancient and Medieval India ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে।

প্রধানত রাজবংশীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লিপি সংক্রান্ত উপাদানসমূহের নিরপেক্ষ ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত লাভ করলেও দীনেশচন্দ্র সরকার ওই সকল শিলালিপির যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাদিতে পূর্ণ ছিল, একজন প্রথম ব্যাখ্যা প্রদানকারীও ছিলেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, লিপি সংক্রান্ত এসব তথ্য আদর্শ ধর্মশাস্ত্র সাহিত্যে বিধৃত আদর্শ আর্থ–সামাজিক কাঠামোকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করতেও পারে, আবার নাও পারে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর Problems of early Indian Social History এবং 'Aspects of Early Indian Economic Life' (Indian Museum Bulletin, XIV, 1919-এ প্রকাশিত)।

তাঁর অবদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাণবন্ত বিতর্ক যা তিনি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের আদর্শের সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন এবং বাতিলকরণ বিষয়টি তুলেছিলেন। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার বিপক্ষে তিনি লেখেন Landlordism and Tanancy in Ancient and Medieval India as Revealed by Epigraphical Records এবং Emperor and His Subordinate Rulers.

অধিকাংশ রচনাসমূহ ইংরেজিতে হলেও সরকার বাংলা ভাষাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পাল সেন যুগের বংশানুচরিত এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ লেখনীতে।

বিস্ময়কর পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেছে। ইন্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস (বোম্বে অধিবেশন, ১৯৮০) তাঁকে সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত করে এবং তিনি ছিলেন Sir William Jones Memorial Plaque-এর গ্রহীতা (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭২)। ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

oooooooooooooo